



337886 - যবে নারী সন্দহে করছনে যবে, বালগে হওয়ার পরে রমযান তনিকি রোযা রখেছেলিনে; নাকি রাখেননি। এমতাবস্থায় তার উপর কী আবশ্যকীয়?

প্রশ্ন

আমি ১০ বছর বা ৯ বছর বয়সে বালগে হয়েছি। আমার মটেই মনে পড়ছে না যবে, আমিকি প্রথম বছরগুলোতে রোযা পালন করছি; নাকি পালন করনি। আমি সন্দহে মধ্যে আছি। আমি কী করব? আমিকি সেই দিনগুলোর রোযা কাযা পালন করব?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

যদি আপনার ছোটবেলা থেকে রোযা রাখার অভ্যাস থাকে; তাহলে মূল অবস্থা হলো আপনি রোযা রখেছেন। অতএব, সন্দহে দকি ভরুক্ষেপে করবনে না।

আর যদি রোযা রাখা আপনার অভ্যাস না হয়ে থাকে; তাহলে অগ্রগণ্য মতানুযায়ী অন্য কারণে সাক্ষ্যে ভিত্তিতে আমল করা আপনার জন্য জায়বে। তাই আপনার পরবিরক জিজ্ঞেসে করুন। যদি তারা বলে: আপনি রোযা রখেছেন; তাহলে আপনার উপর কোন কিছু বর্তাবে না।

তাদের সাক্ষ্য প্রবল ধারণা দিয়ে। বধিবিধানগুলো প্রবল ধারণার ভিত্তিতেও বনির্মাণ করা হয়; যমেনভাবে নশ্চিতি জ্ঞানরে ভিত্তিতেও নর্মাণ করা হয়।

ফকিহর একটি সূত্র হচ্ছ: “সর্বাধিকি বড় রায়রে উপর আমল করা জায়বে”।

ড. মুহাম্মদ সদিব্বী আল-বুরূণ “মাওসুআতুল ক্বাওয়াদে” গ্রন্থে (৭/৪৫৬) বলেন: সর্বাধিকি বড় রায়রে দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছ: প্রবল ধারণা ও অগ্রগণ্যতার দকিটি জানতে পারা।

সূত্রটি নির্দশে করছ যবে, বধিবিধান বনির্মাণ করার ক্ষেত্রে নশ্চিতি জ্ঞান (ইয়াক্বীন) পাওয়া না গেলে প্রবল ধারণাই যথেষ্ট। কেননা অধিকাংশ বধিানে ক্ষেত্রে অকাট্য জ্ঞান অপ্ৰাপ্য।[সমাপ্ত]



দুই:

যদি প্রবল ধারণা পাওয়া না যায় যে, আপনি রিযো রেখেছেন; তাহলে কাযা পালন করা আপনার উপর আবশ্যিক। কনেনা মূল অবস্থা হলো: কাজটি না-করা।

আল-কারাফী ‘আল-ফুরুক’ গ্রন্থে (১/২২৭) বলেন: “যদি সন্দেহে করে যে, সে ক রিযো রেখেছে; নাকি রাখেনি; তাহলে রিযো রাখা তার উপর আবশ্যিক।[সমাপ্ত]

পূর্বোক্ত কথাগুলো প্রযোজ্য হবে যদি প্রশ্নকারী নারী ওয়াসওয়াসা (শুচবিয়ু)-তে আক্রান্ত না হন। যদি আক্রান্ত হন তাহলে তার উপর কোন কিছু বর্তাবে না এবং সে তার শুচবিয়ুর দিকে ভ্রুক্ষেপে করবে না।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।